সংবাদ

16 JUL 2016
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৪

পরীক্ষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা

পুলক বড়ুয়া

এমনিতেই শিশুদের পরীক্ষাভীতির অন্ত নেই। জীবনের শুরুতে 'ভর্তি পরীক্ষা' থেকে 'পরীক্ষা' শব্দটি উঠে যাওয়ায় একটি বাঁচোয়া পেয়েছে। কী অমানুষিক, অমানবিক ছিল সেই 'ভর্তি যুদ্ধ'। সেই ত্রাহি ত্রাহি ও নাকাল অবস্থা থেকে সম্প্রতি রেহাই পেয়েছে আমাদের কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীরা ও তাদের উৎকণ্ঠিত অভিভাবকবৃন্দ।

শিক্ষার্থী মাত্রেই 'পরীক্ষা'কে স্বাচ্ছন্দ্যে নেয় না। কোথাও না, কোন দেশেই না। এজন্য, ফিনল্যান্ডে ১৮ বছরের দিকে গিয়ে প্রথমবারের মতো মাত্র একটি পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়। বহু দেশেই বহুভাবেই পরীক্ষা রাখা হয়েছে যথেষ্ট সহনীয় মাত্রায়। অধুনা আমাদের এখানেও সারা বছরে তিনটির জায়গায় দুটিতে আনা হয়েছে। কারণ, শিক্ষার্থীরা না সানন্দে শিক্ষা গ্রহণ করতে আসে, তারা সব ছেড়ে-ছুড়ে, দমবন্ধ করা, রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে চায় না। তারা পছন্দ করে, পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা, গানবাজনা, গল্প-গুজব, সংস্কৃতিচর্চা, আড্ডা, বিনোদন। এগুলোকে আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না। উড়িয়ে দিতে পারবেন না। কেননা, পড়ালেখা সবাই পছন্দ করেন। এগুলোকে করেন না। নিরর্থক ভাবেন। অপ্রয়োজনীয় মনে করেন। শুধু রাতদিন পাঠ্যবই নিয়ে থাকলে, একবেলা স্কুল কামাই না করলে, মুখস্থ বিদ্যা, পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেলে–সেই ভালো সন্তান। আমরা ভাবি। আমরা ভাবি, আমাদের পুত্রগণ, কন্যাগণ সনদসর্বস্ব হলেই চলবে। আমাদের একটি সোনালি সনদ চাই। আর কিছু চাই না। তাদের স্বাস্থ্যের কথা সেভাবে ভাবি না। তাদের মনমানসিকতা সুগঠিত হচ্ছে কি-না, সুন্দরভাবে বিকশিত হচ্ছে কি-না, সেটা ভাবার ফুরসৎ নেই। কেবল, পড়া। পড়া। আর পড়া। খেলার সময় খেলছে কিনা, সেদিকে খেয়াল নেই। সে প্রকৃতপক্ষে ভালো মানুষ হয়ে উঠছে কিনা, ভাবি না। প্রচলিত ভাষায় তথাকথিত অর্থে, ভাল ছাত্র, ভালো ছাত্রী হলেই, আমরা আহ্লাদে আটখানা। গর্বিত পিতা-মাতা মাত্র। ধন্য স্কুল, ধন্য সরকার। রাষ্ট্র সার্বিক একথাগুলো না ভেবেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষাঙ্গনের অনুমতি দিয়ে চলেছে। সেখানে এতটুকু নড়াচড়া করার, নিঃশ্বাস ফেলার জায়গা নেই। পরিস্থিতি হাঁস-মুরগির খামারের মতো। দেশের মানুষ তো আর চোখে ঠুলি পরে নেই, এ পর্যন্ত আপাদমস্তক শিক্ষা নিয়ে কত কসরৎ। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, পাঠ্যপুস্তক ও পরীক্ষা, বিদ্যালয় ও পরিচালনা পর্ষদ, অভিভাবক ও বেতন কোথাও সমন্বয় নেই। তার মধ্যে, সবকিছু ছাপিয়ে আমাদের পড়াশোনা যেন এখন শুধুই পরীক্ষাকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। সবার নজর ফলাফল তথা ভর্তির দিকে। অথচ এই সীমাবদ্ধ পরিসরে সীমিত সময়ের পরীক্ষাসর্বস্ব জীবনের বাইরেও, আরেকটা পাঠশালা আছে, প্রকৃতির পাঠ, পৃথিবীর পাঠশালা, যেখান থেকে আমরা জীবনের প্রকৃত পাঠ গ্রহণ করি, মানুষের মতো-মানুষ হয়ে ওঠার যথার্থ সুযোগ যেখানে নিহিত, তা আমাদের কাছে আজ একদম গুরুত্বহীন। এতে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার না উন্নতি হয়েছে, না আমাদের শিক্ষার্থীদের মান বেড়েছে। এগুলো আজ দিবালোকের মত পরিষ্কার।

শিক্ষার্থী মাত্রেই 'পরীক্ষা'কে স্বাচ্ছন্দ্যে নেয় না। কোথাও না, কোন দেশেই না। এজন্য, ফিনল্যান্ডে ১৮ বছরের দিকে গিয়ে প্রথমবারের মতো মাত্র একটি পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়। বহু দেশেই বহুভাবেই পরীক্ষা রাখা হয়েছে যথেষ্ট সহনীয় মাত্রায়। অধুনা আমাদের এখানেও সারা বছরে তিনটির জায়গায় দুটিতে আনা হয়েছে। কারণ, শিক্ষার্থীরা না সানন্দে শিক্ষা গ্রহণ করতে আসে, তারা সব ছেড়ে-ছুড়ে, দমবন্ধ করা, রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে চায় না।

অথচ আমাদের শৈশব ছিল কতো না মধুর, কৈশোর কতো না আনন্দময়, তারুণ্য কতো না রাঙা-উজ্জ্বল! সে কী শুধুই পরীক্ষা নামক ত্রাসের হাতে বলি হতে এসেছে? জীবন কী এককেন্দ্রিক, বৃত্তবন্দী? তার কী আর কোন স্বাদ-আহ্লাদ নেই? আমাদের চাহিদার কাছে ম্রিয়মাণ হয়ে যাবে সে? আমরা কেবলি তাকে গলাটিপে হত্যা করবো? পুঁথিগত, পুঁথি-পরীক্ষা ও বাস্তব-বস্তুবিশ্বের সঙ্গে আমরা যেন তাকে সাংঘর্ষিক করে না তুলি। বাস্তব পৃথিবী থেকে কাউকে বিমুখ করে রাখা যায় না। দুর্ভাগ্য, এই আন্তর-সত্য আমরা কখনোই উপলব্ধি করতে পারি না।

কেন শিশুদের এই গলগ্রহের শিকার হতে হবে? পরীক্ষা নিয়ে ছিনিমিনি খেলার শিকার হতে হবে? প্রাথমিক শিক্ষার্থীরা কী গিনিপিগ? এই সমাপনী পরীক্ষার প্রারম্ভকাল থেকে কী না হয়েছে। সিদ্ধান্তের পর হঠাৎ সিদ্ধান্ত, ওলোটপালট। যত্ত সব হঠকারিতা। মন্ত্রিসভার বৈঠকে দুই মন্ত্রীর ঘোষণা উল্টে যাবে, তবে একথা তারা আগে বললেন কেন! এটা দায়িত্ব ও কাণ্ডজ্ঞানহীন উক্তি। কারো কিছু যায় আসে না, এভাবে তো দিব্যি চলছে।

সংবাদে আরো প্রকাশ, 'মন্ত্রিসভা বিষয়গুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আবার মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন করতে বলেছে।' কী দরকার? আগেই তো বাতিল করে দিলেন। একদিকে তড়িঘড়ি, একদিকে সময় ক্ষেপণ। আসলে হচ্ছেটা কী? প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী বলছেন, 'আলাপ-আলোচনা করেই তারা একটি পরীক্ষার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এখন মন্ত্রিসভায় পরবর্তী সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত দুটি পরীক্ষাই থাকবে।' না, পরক্ষণেই তিনি আরেকটু বললেন, 'এ বছর দুটি পরীক্ষাই হবে।' একবার বলছেন, আলাপ-আলোচনা করে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এখন বলছেন, পরবর্তী সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত দুটি পরীক্ষাই। আবার বললেন, এ বছর। কোথায় যাবেন, এগুলো কী কথা!

এ যেন সিদ্ধান্তহীন সিদ্ধান্ত অথবা সিদ্ধান্তই সিদ্ধান্তহীন!

[লেখক : প্রাক্তন অধ্যাপক]
pulak.next@gmail.com